দৈনিক ইত্তেফাক 259
তারিখ ... DEC-07 1999
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম ৫

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অনিয়ম দূর করার আবেদন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে পদোন্নতি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সামঞ্জস্য নাই। সহকারী শিক্ষক নিয়োগে মহিলাদের ক্ষেত্রে এস,এস,সি এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রী চাওয়া হয়। প্রধান শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে এইচএসসি এবং সরাসরি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী চাওয়া হইয়া থাকে। সহকারী ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার নিয়োগে শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ নাই। আবার বিএড এবং সিইনএড ডিগ্রীধারিগণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একই বেতন স্কেলে চাকুরী করিতেছেন। শিক্ষা বিভাগের সকল জায়গায় বিএড ডিগ্রীধারীরা ৩৪০০ টাকা বেতন স্কেলে চাকুরী করেন। অথচ শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিএড শিক্ষকগণ ১৮৭৫ টাকা বেতন স্কেলে চাকুরী করিতেছেন। তাহাছাড়া পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের বিএড শিক্ষকগণের বেতন স্কেল ৩৪০০ টাকা। পিটিআই-এর শিক্ষকগণ যে বই পড়ান, যে শ্রেণীতে পাঠদান করেন প্রাথমিক শিক্ষকগণও সেই একই বই পড়ান এবং একই শ্রেণীতে পাঠদান করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা একই অধিদপ্তরের অধীন। তাই প্রাথমিক শিক্ষকগণের বেতন স্কেল ৩৪০০/- টাকা না হওয়ার বিষয়টি বোধগম্য নহে। তাহার উপর প্রাথমিক শিক্ষকগণ যেহেতু সরকারী কর্মচারী, সেহেতু বাংলাদেশের যে কোন স্থানে তাঁহাদের বদলীর বিধান করা প্রয়োজন। বর্তমানে শিক্ষকগণ নিজস্ব উপজেলার বাহিরে বদলী হইতে পারেন না। ইহাতে অনেক শিক্ষক শিক্ষকতার চাইতে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজে অধিক ব্যস্ত হইয়া পড়েন। আর নিজস্ব প্রভাবের কারণে সেইসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষীয় ব্যবস্থা নেওয়াও সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায়, প্রাথমিক শিক্ষার বৃহত্তর স্বার্থে উল্লিখিত অনিয়মগুলি দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি।

—মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দীন ভূঞা,
বীজবাগ, সেনবাগ, নোয়াখালী।